শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

২৩তম বার্ষিক সদস্য সভা

ISO 9001: 2015 Certified

রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

চরবাগমারা, রাজবাড়ী।

সূচীপত্র

- এক নজরে রাজবাড়ী পবিস-এর কার্যক্রম (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) ০১
- চেয়ারম্যান-এর বাণী ০২
- সভাপতির প্রতিবেদন ০৩
- কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন (আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও ব্যালেন্স সীট) ০৪
- জেনারেল ম্যানেজার-এর প্রতিবেদন ০৬
- গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয় ০৮
- সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি ০৯
- সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি ১০
- পবিস কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র ১১
- পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীতে বর্তমান সরকারের অসাধারণ অর্জন ১৩
- নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কতিপয় সতর্কবানী ১৪
- বর্তমান বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ১৫
- আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম ১৬

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত) অনুযায়ী কর দিবস (Tax Day), ২০২২ উপলক্ষে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে "ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০২২" প্রদান করেছে।

এক নজরে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

০১	সমিতির নিবন্ধিকরন তারিখ	ঃ	১৯-০৩-১৯৯৮ খ্রিঃ
০২	আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	১০-০৫-১৯৯৯ খ্রিঃ
০৩	ভৌগলিক আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	ঃ	১১৩৫ বর্গ কিঃ মিঃ
০৪	সমিতির এলাকা সংখ্যা	ঃ	০৭ টি
০৫	সমিতির এলাকা পরিচালক	ঃ	০৭
০৬	মনোনিত এলাকা পরিচালক		০৩
০৭	সমিতির মহিলা পরিচালক	ঃ	০৩
০৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৩২২ জন
০৯	অন্তর্ভুক্ত উপজেলা সমূহের সংখ্যা ও নাম	ঃ	০৫টি (রাজবাড়ী সদর, পাংশা, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ ও কালুখালী)
১০	বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	ঃ	০৯ টি (৯৫এমভিএ) (রাজবাড়ী সদর-১০ এমভিএ, পাংশা-১ ১০ এমভিএ, পাংশা-২ (পাট্টা)-১০ এমভিএ, পাংশা-৩ (যশাই)-১০ এমভিএ, বালিয়াকান্দি-১৫ এমভিএ, রাজবাড়ী-২ (নিমতলা)-১০ এমভিএ, কালুখালী -১০ এমভিএ, গোয়ালন্দ-১০ এমভিএ ও কোলারহাট-১০ এমভিএ
১১	অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	ঃ	৪২ টি
১২	বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা	ঃ	৪২ টি
১৩	অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা	ঃ	১০৩১ টি
১৪	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	ঃ	১০৩১ টি
১৫	বিভিন্ন অফিসের বর্ণনা		
	ক) জোনাল অফিস	ঃ	০১ (এক) টি, পাংশা
	খ) সাব জোনাল অফিস	ঃ	০৩ (তিন) টি, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ ও কালুখালী
	গ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১২ (বার) টি (সদর দপ্তর, পাংশা, বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, কালুখালী, নিমতলা, মৃগী, হাবাসপুর, জামালপুর, ভান্ডারিয়া, বহরপুর ও কসবামাজাইল)
১৬	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ	২১৯১৫৬ জন
১৭	সংযোগকৃত গ্রাহকের সংখ্যা	ঃ	২১৯১৫৬ জন
	ক) আবাসিক (এলটি এ)	ঃ	২০২০০৯ জন
	খ বাণিজ্যিক (এলটি ই)	ঃ	১১১৪২ জন
	গ) অগভীর নলকূপ (এলটি বি)	ঃ	১৮২৩জন
	ঘ) গভীর নলকূপ (এলটি বি)		১৯৩ জন
	ঙ) এলএলপি (এলটি বি)	ঃ	০০
	চ) ক্ষুদ্র শিল্প (এলটি সি-১)	ঃ	১২২৯ জন
	ছ) এলপি	ঃ	১৭ জন
	জ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	২৬১৭ জন
	ঝ) রাস্তার বাতি ও অন্যান্য	ঃ	১২৬ জন
১৮	মোট নির্মিত লাইন কিঃমিঃ	ঃ	৪১৬৭ কিঃমিঃ
১৯	মোট বিদ্যুতায়িত লাইন কিঃমিঃ	ঃ	৪১৬৭ কিঃমিঃ
২০	পিডিবি থেকে অধিগ্রহণকৃত লাইন	ঃ	২৪৯.৬৭৩ কিঃ মিঃ
২১	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	০৯টি
২২	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	ঃ	৯৫ এমভিএ
২৩	সিষ্টেম লস		
	ক) সাবষ্টেশন মিটার অনুযায়ী	ঃ	৬.৬৮%
	খ) বিলিং মিটার অনুযায়ী	ঃ	৭.৭১%
২৪	বিল আদায়ের হার (রিবেট ব্যতীত)	ঃ	১০৫.৩৪%
২৫	বকেয়া মাস	ঃ	০.৬৫ (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রিবেট বাদে)

চেয়ারম্যান-এর বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৮০০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৯ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫২৮ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার কিঃ মিঃ, মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৯৮ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৪৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৯.০১%।

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

আমি অবহিত হয়েছি যে, রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১০/০৫/১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪১৬৭.০০ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ২,১৯,১৫৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকের হার ৯২.১৭% এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই (৬৩.৮০%) Life line Consumer হওয়ায় ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রি এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাঃ সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

সম্মানিত সুধী

আস্সালামু আলাইকুম। শীতের শিশির ভেজা সকালে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩ তম বার্ষিক সদস্য সভায় অনেক কষ্ট স্বীকার করে দূর-দূরান্ত থেকে আগত সম্মানীত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের সুযোগ্য পরিচালক মন্ডলী ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কমচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী অত্র সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শুরুতে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদদের স্মরন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জবাবদিহিতার মাধ্যমে অত্র এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মে ১৯৯৯ সালে বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ বিতরন কার্যক্রম শুরু করে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৪১৬৭ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করে ২১৯১৫৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। ২০১৬ টি সেচ সংযোগ প্রদান করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক উন্নয়নে, জীবন-মানের উন্নয়নে সবার ঘরে ঘরে আজ বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া হয়েছে। শহর ও গ্রামের জীবন মানের ব্যবধান ঘোচাতে শতভাগ গ্রামে নিশ্চিত করা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। ফলে বিকল্প কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হয়েছে। বিদ্যুৎ সহজলভ্য হওয়ায় আইসিটি দক্ষতা সম্পন্ন তরুন কর্মশক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন গাছের ডালপালা কর্তন, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সমিতির বিতরন লাইন থেকে ট্রান্সফরমার ,তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল চুরি হচ্ছে। এছাড়া কিছু অসাধু ব্যক্তি বা গ্রাহক সদস্যগণ অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে সমিতিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। গণসচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া সমিতির সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী বা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার মাধ্যমে এ চুরি রোধ করা সম্ভব নয়। তাই সমিতির গ্রাহক সদস্যগণকে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও গণসচেতনতার মাধ্যমে এ জাতীয় চুরি রোধকল্পে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

পরিশেষে কর্মচঞ্চল দিবসের সকল কর্মব্যস্ততা এড়িয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আজকের এ মহতি সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের কৃতার্থ ও উৎসাহিত করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয়বাংলা

মোঃ কোবাদ হোসেন
সভাপতি, সমিতি বোর্ড

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩ তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। লাভ নয় লোকসান নয়" এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সমিতির উন্নতির সাথে গ্রাহক সদস্যদের স্বার্থ জড়িত। সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মাধ্যমে সমিতিকে গতিশীল রাখা সকল সচেতন গ্রাহক সদস্যদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আহবান জানিয়ে আমি আপনাদের সামনে ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছর)।

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	১,০০৯,৭৪৭,০৭৮.০০
২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৪৫,২২২,৫৬০.০০
৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	১,০৫৪,৯৬৯,৬৩৮.০০
৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৪৮৪,০০০,৬০৪.০০
৫	বিতরণ ব্যয়-পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	৯৩,৫৭৮,৪১৪.০০
৬	গ্রাহক-হিসাব, সেবা ও বিক্রয় খাতে ব্যয়	৮০,৩৫৬,৯০০.০০
৭	প্রশাসনিক ও সাধারন ব্যয়	৮৭,৭৩৭,৪৮৮.০০
৮	মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় (৪ হতে ৭)	৭৪৫,৬৭৩,৪০৬.০০
৯	অবচয় (ব্যবহার জনিত মূল্য হ্রাস)	৩৫৫,৩৩৬,৭৬৫.০০
১০	কর খাতে ব্যয়	৪,৫১৫,৪২৮.০০
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋনের সুদ	৭৩,৪২৮,০৫৭.০০
১২	বিদ্যুৎ ব্যবহার মোট ব্যয় (৮ হতে ১১)	১,১৭৮,৯৫৩,৬৫৭.০০
১৩	পরিচালন লভ্যাংশ ((৩-১২) (ক্ষতি)	(১২৩,৯৮৪,০১৯.০০)
১৪	পরিচালন আয়-সুদ	৩৬,৬৪০,৩০৪.০০
১৫	অপরিচালন আয় অন্যান্য	৩,৭৩১,৩২৬.০০
১৬	লভ্যাংশ (১৩ হতে ১৫) (ক্ষতি)	(৮৩,৬১২,৩৮৯.০০)

উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্স শীট)

(৩০ জুন'২০২২ইং)

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট	টাকা
	ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট	
০১	মোট ব্যবহার উপযোগী চলু প্লান্ট	৪,৭৭৯,৯০৪,৩৮০.০০
০২	ক্রম পুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষন	১,৬৮৭,৮৬৫,৫৯৫.০০
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (১-২)	৩,০৯২,০৩৮,৭৮৫.০০
০৪	নির্মানাধীন কাজ	১৯,৭৭৭,৬৫৮.০০
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	৩,১১১,৮১৬,৪৪৩.০০
	বিনিয়োগ ঃ	
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১২৯,৩২০,৫০৬.০০
০৭	রিপেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	২৪৩,০২৪,৯৫৪.০০
০৮	বিশেষ তহবিল-অন্যান্য	৬০৩,৮৩৬,৭৪৫.০০
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬+৭+৮)	৯৭৬,১৮২,২০৫.০০
	চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি	
১০	নগদ তহবিল	১৩৭,১২৫,৪২১.০০
১১	ইন্প্রেসড ফান্ড	১৩৫,০০০.০০
১২	সাময়িক বিনিয়োগ	-
১৩	বিশেষ আমানত	৩,৮০০.০০
১৪	হিসাব খাতে প্রাপ্য বিদ্যুৎ	৫৩,৮৫৩,৮০৯.০০
১৫	অনাদায়ী হিসাব সঞ্চিতি	(৩০,৮৮০,৯৪৯.০০)
১৬	হিসাব খাতে প্রাপ্য-অন্যান্য	৩১৩,০৬৯,৫৭২.০০
১৭	মালামাল সরবরাহ বিদ্যুৎ	১৩২,৯৯৪,৮৬৯.০০
১৮	মালামাল সরবরাহ-মার্সেন্ডাইজ	৯,৭২১.০০
১৯	অগ্রীম পরিশোধ	-
২০	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি	২২,২০৭,৫০৬.০০
২১	মোট চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি (১০ হইতে ২০ পর্যন্ত)	৬২৮,৫১৮,৭৪৯.০০
	ডেফার্ড ডেবিট	
২২	এক্সট্রা অর্ডিনারী প্রপার্টি লসেস	৩৬,৫৯৯,৩১৮.০০
২৩	অবিন্যস্ত ব্যয়	৫৬,২০৮,৬৫৯.০০
২৪	অন্যান্য ডেফার্ড ডেবিট	৪১,৮৫৭.০০
২৫	মোট ডেফার্ড ডেবিট (২২ হইতে ২৪)	৯২,৮৪৯,৮৩৪.০০
২৬	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২১+২৫)	৪,৮০৯,৩৬৭,২৩১.০০

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট	টাকা
	ইকুইটি ও মার্জিন	
২৭	মেম্বারশীপ ইস্যু	৭,২৭০,১২০.০০
২৮	মেম্বারশীপ নন-ইস্যু	১,২৫৭,৮৬৪.০০
২৯	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	(৯১৮,৮৯৩,১৭০.০০)
৩০	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	(১২৩,৯৮৪,০১৯.০০)
৩১	অপারেটিং মার্জিন (সরকারী ভর্তুকী)	৫৫,০৯৪,৪৩৬.০০
৩২	নন-অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	২১৮,৮০৬,৮৯২.০০
৩৩	নন-অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	৪০,৩৭১,৬৩০.০০
৩৪	দানকৃত মূলধন ও মূলধনী লাভ/ক্ষতি	১২৪,২৮২,৯৩২.০০
৩৫	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৭ হইতে ৩৪ পর্যন্ত)	(৫৯৫,৭৯৩,৩১৫.০০)
	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	
৩৬	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ নগদ	১২,৫৫০,০০০.০০
৩৭	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ মালামাল	৩,৫৯৮,০৯৮,৭৬৩.০০
৩৮	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ মালামাল প্রভিশনাল	১৪৭,৫৯৮,২৯০.০০
৩৯	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ অন্যান্য	-
৪০	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (৩৬ হইতে ৩৯ পর্যন্ত)	৩,৭২৮,২৪৭,০৫৩.০০
	অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায়	
৪১	গ্রাহকদের জামানত	১৪৪,৪৬০,৬৯১.০০
৪২	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	৪৫১,৯১৭,২৮৯.০০
৪৩	মোট অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায় (৪১ হইতে ৪২)	৫৯৬,৩৭৭,৯৮০.০০
	চলতি ও প্রদেয় দায়	
৪৪	প্রদেয় দায়	১৫০,০৯৬,৪৫৭.০০
৪৫	গ্রাহকদের সেচ জামানত	-
৪৬	বকেয়া কর	-
৪৭	পরিপক্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ	৬,৩৭৭,১৮৩.০০
৪৮	পরিপক্ক দীর্ঘমেয়াদী দেনা	৫৩৪,১৮১,০৯৫.০০
৪৯	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	১০,৬৫৪,৯৭৭.০০
৫০	মোট চলতি ও প্রদেয় দায় (৪৪ হইতে ৪৯)	৭০১,৩০৯,৭১২.০০
	ডেফার্ড ক্রেডিট	
৫১	সিকিউরিটি এ্যাডভান্স ও ডিপোজিট	৩,০৮৬,১৯৮.০০
৫২	অন্যান্য ডেফার্ড ক্রেডিট	৩৪৬,১৩৯,৬০৩.০০
৫৩	মোট ডেফার্ড ক্রেডিট (৫১+৫২)	৩৪৯,২২৫,৮০১.০০
৫৪	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৩৫+৪০+৪৩+৫০+৫৩)	৪,৮০৯,৩৬৭,২৩১.০০

পরিশেষে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে শেষ করছি।

জয় বাংলা।

মিলন কুমার রায়
কোষাধ্যক্ষ

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, বাপবিবোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী আস্সালামু আলাইকুম।

সম্মানিত সুধী,
শীতের শেষে ঋতুরাজ বসন্ত আগমনের সন্ধিক্ষণে আজকের এই দিনে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত হয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করায় আপনাদের সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলীঃ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। গ্রামাঞ্চলের সাথে শহরের বৈষম্য দূরীকরনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১০মে ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। সীমিত সম্পদ ও শত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও রাজবাড়ী পবিস কর্তৃক ডিসেম্বর ২২ পর্যন্ত জেলার ০৫ টি উপজেলায় ৪১৬৭ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বমোট ২১৯১৫৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ
অত্র সমিতি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৩৭.৫ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৪.৩৪ কিঃ মিঃ এলটি লাইনকে এইচটি লাইনে রুপান্তর করা হয়েছে। ৩৭৯৫০ টি এনালগ মিটারকে ডিজিটাল মিটার দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ৯৮০ টি ওভারলোড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করে শতভাগ ওভারলোড সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। রাজবাড়ী-৩ (কোলা) উপকেন্দ্র হতে ০১ টি(এক), রাজবাড়ী-২ (নিমতলা) উপকেন্দ্র হতে ০১ টি ও বালিয়াকান্দি উপকেন্দ্র হতে ০১ (এক) টি নতুন ১১ কেভি ফিডার লাইন নির্মাণ করে চালু করা হয়েছে। রাজবাড়ী সুইচিং স্টেশন হতে যশাই ও নিমতলা ০২ (দুই) টি ৩৩ কেভি লাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। উল্লেখিত কাজ সমূহ সম্পন্ন হওয়ায় চলতি অর্থ বছরে সিষ্টেম লস হ্রাস পেয়েছে। গ্রাহকের মান সম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিক লাইনের রাইট অফ ওয়ে, রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডিং কাজ চলমান রয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য নতুন সেচ গ্রাহকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলীঃ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত গ্রাহক সেবা প্রদানসহ গ্রামের সাধারণ গ্রাহকেগণের ভোগান্তি লাঘবের জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, তাৎক্ষণিক অভিযোগ সমাধান, বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিতরণ, মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারসহ ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে গ্রাহক সচেতনতায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগ প্রত্যক্ষভাবে শোনা, গ্রাহক অভিযোগ নিরসন করা এবং বিদ্যুতের অপব্যবহার রোধ, বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী, বিদ্যুৎ চুরি ও অবৈধ সংযোগ রোধ, নিরাপত্তা বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রাহকগণকে সচেতন করা হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধী,
রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী খরচে ০২ খুটি পর্যন্ত এইচটি/এলটি লাইন নির্মাণ এবং সেচ সহ সকল শ্রেণির গ্রাহককে ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত সংযোগের ক্ষেত্রে সরকারী খরচে ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমারের আনুসঙ্গিক মালামাল সরবরাহ করে দ্রুত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগ প্রদানের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগ প্রত্যাশি গ্রাহকদের নিয়ে মোটিভেশন মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন দ্রুত শিল্পায়নসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ়সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আমার গ্রাম-আমার শহর কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সম্মানিত সুধী,
গাছ মূল্যবান সম্পদ কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান মানুষের জীবন। তাই সম্মানিত গ্রাহক হিসেবে আপনাদের প্রতি অনুরোধ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে বৈদ্যুতিক লাইনের নীচে গাছপালা লাগানো থেকে বিরত থাকুন এবং লাইনের নিকটবর্তী গাছপালা কাটতে পবিস কর্মীদের সহায়তা করুন।

পরিশেষে, রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সম্মানিত গ্রাহকসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে অকৃপন সহযোগিতা পাওয়ার প্রত্যাশা রেখে সকলের জীবনের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনা করছি । ধন্যবাদ সবাইকে ।
মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা

মোঃ মফিজুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয়

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ

- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশী আবেদনকারীকে অন লাইনের মাধ্যমে (www.rebpbs.com) আবেদন পত্র পূরণ পূর্বক নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি এবং নির্ধারিত আবেদন ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

- সংযোগ গ্রহণকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি ও মোবাইল নম্বর সহ আবেদন পত্র।
- জমির দলিল অথবা পর্চা অথবা নামজারীর কাগজ অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা পাওয়ার অফ এ্যাটোর্নি এর সত্যায়িত কপি।
- পূর্বে কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সংযোগ থাকলে সর্বশেষ পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের কপি।
- জমি / ভবনের ভাড়ার দলিল। ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিকের সম্মতি পত্র।
- জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি।
- শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স অথবা শিল্প নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের ছাড়পত্র এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ছাড়পত্রের কপি।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন ফি

ক্রঃ নং	বিবরণ		টাকার পরিমাণ
০১	আবাসিক / বাণিজ্যিক/দাতব্য/শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ সকল (এক ফেজ ০-৭.৫ কিঃমিঃ ও তিন ফেজ ০-৫০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত)	এক ফেজ এলটি সংযোগের জন্য	১০০.০০
		তিন ফেজ এলটি সংযোগের জন্য	৩০০.০০
	সকল শ্রেণির (৫০ কিঃ ওঃ থেকে ৩০ মেঃ ওঃ পর্যন্ত)	এমটি ও এইচটি সংযোগের জন্য	১০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের জন্য	এক ফেজ এলটি সংযোগের জন্য	২৫০.০০
		তিন ফেজ এলটি সংযোগের জন্য	৫০০.০০
		এমটি সংযোগের জন্য	১০০০.০০

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণ

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণি	অনুমোদিত লোড সীমা (কিঃওঃ)	প্রতি কিঃওঃ লোডের জন্য জামানত (টাকা)
০১	আবাসিক ও সেচ (এলটি-এ ও এলটি-বি)	২ কিঃ ওঃ পর্যন্ত	৪০০.০০
	আবাসিক ও সেচ (এলটি-এ ও এলটি-বি)	২ কিঃ ওঃ এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
০২	ক্ষুদ্র শিল্প, বাণিজ্যিক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাস্তার বাতি, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন, অস্থায়ী সংযোগ ও নির্মাণ (এলটি সি-১ ও ২, ডি -১ ও ২, ই এবং টি)	সকল	৮০০.০০
০৩	৫০ কিঃ ওঃ এর উর্দ্ধে সকল গ্রাহকদের জন্য (এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি)	সকল	১০০০.০০

গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয়

গ্রাহকগণ প্রয়োজনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	যোগাযোগকারীর পদবী	মোবাইল নং
০১	কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান	ডিজিএম (কারিগরী)	০১৭৬৯-৪০২১১২
০২	বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন অভিযোগ	এজিএম (অর্থ)	০১৭৬৯-৪০০৭৩৮
০৩	মিটার স্থাপন, অভিযোগ নিরসন ও লাইন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে	এজিএম (ওএন্ডএম)	০১৭৬৯-৪০০৭৩৭
০৪	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন তথ্য	এজিএম (এমএস)	০১৭০৪-১০৩৪৯৫

আমাদের সেবা সমূহ

০১। অনলাইন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণএবং দ্রুততম সময়ে সংযোগ প্রদান।
০২। টেলিটক (TBPS) এসএমএস /অন লাইনে যে কোন টেলিটক নম্বর থেকে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ।
০৩। গ্রাহকের মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিতরন ট্রান্সফরমারের লোড নির্ণয়
০৪। অনলাইন পদ্ধতিতে (ই-জিপি) মালামাল ক্রয়।
০৫। গ্রাহকদেরএসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য প্রদান।
০৬। গ্রাহক প্রান্তে ডিজিটাল মিটার স্থাপন
০৭। আলোর ফেরিওয়ালার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।
০৮। গ্রাহক প্রান্ত হতে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসন করণ।
০৯। দুর্যোগে আলোর গেরিলা টীমের মাধ্যমে অভিযোগ সমাধান।
১০। এক অবস্থান সেবার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহককে সকল সেবা প্রদান।
১১। সংযোগ প্রত্যাশী সকল নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।
১২। সঠিক ভোল্টেজ ২১৯১৫৬ জন গ্রাহককে কোয়ালিটি সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
১৩। সরকারী খরচে শিল্প ও বানিজ্যিক গ্রাহকদের ০২ খুটি পর্যন্ত এইচটি/এলটি লাইন নির্মাণ এবং সেচ সহ সকল শ্রেণির গ্রাহককে ৫০কিঃওঃ লোড পর্যন্ত সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ও ট্রান্সফরমারের আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।
১৪। গ্রাহক প্রান্তে ৪৮ এমভিএ লোডের জন্য আমাদের ৯ টি উপকেন্দ্রের সক্ষমতা ৯৫ এমভিএ।
১৫। দুই লক্ষ চার হাজার গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রস্তুত ও সকল গ্রাহকের হিসাব ডাটাবেজে সংরক্ষণ।
১৬। বিকাশ ও রকেট এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ।

ডিজিটাল পরিকল্পনা

০১। বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নে IMRAS এর মাধ্যমে ডিজিটাল মিটার রিডিং গ্রহণ/ এন্ট্রি প্রদান।
০২। One Point Consumer Service Online/Digitalization করণ।
০৩। পর্যায়ক্রমে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার চালু করন।
০৪। Integrated Centralized Billing System বাস্তবায়ন।
০৫। GIS বাস্তবায়ন ।

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের স্থান

- সমিতির সদর দপ্তর, পাংশা জোনাল অফিস এবং বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ ও কালুখালী সাব জোনাল অফিসের ক্যাশ কাউন্টার এবং নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাবে।
- টেলিটক (TBPS) এসএমএস এর মাধ্যমে যে কোন টেলিটক রিটেইলার পয়েন্ট থেকে এছাড়াও রকেট এ্যাপসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাবে।
- বিকাশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাবে।

সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি

মোঃ কোবাদ হোসেন
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৩

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭

মোঃ ফিরোজ শেখ
সচিব ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

মিলন কুমার রায়
কোষাধ্যক্ষ ও মনোনীত
এলাকা পরিচালক

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

মোঃ নুরুজ্জামান চাঁদ
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৫

মোঃ আরিফুর রহমান
মনোনীত এলাকা পরিচালক

আবু হাসনাৎ মোঃ এহ্‌সানুল খান
মনোনীত এলাকা পরিচালক

প্রভাতী রানী দাস
মহিলা পরিচালক

রেহেনা পারভীন
মহিলা পরিচালক

নূরজাহান বেগম
মহিলা পরিচালক

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ মফিজুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, এসপ্রডি, বাপবিবো, ফরিদপুর।

মোহাম্মদ আব্দুর রব
ডিজিএম, (পাংশা, জোঃ অঃ)

মুহঃ শিফাজ উদ্দিন মল্লিক
ডিজিএম, (কারিগরী-সদর)

মোঃ আবুল আহসান
সহকারী প্রকৌশলী (এসডি), বাপবিবো, ফরিদপুর।

মোঃ আব্দুল বাছেত
এজিএম (সদস্য সেবা)

মোঃ শামছুল হক
এজিএম (ওএন্ডএম-বালিয়াকান্দি)

বিশ্বাস রিয়াজুল হক
এজিএম (প্রশাসন)

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন
এজিএম (ইএন্ডসি)

মোঃ শহিদুল ইসলাম
এজিএম (ওএন্ডএম-সদর)

মোঃ ফিরোজ হোসেন
এজিএম (ওএন্ডএম-কালুখালী)

মোঃ শাহিন আলম
এজিএম (ওএন্ডএম-গোয়ালন্দ)

রাসেল আহমেদ
এজিএম (আইটি)

মোঃ কামরুজ্জামান
এজিএম (অর্থ)

মোঃ আশরাফুজ্জামান
এজিএম (এইচআর)

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
এজিএম (ওএন্ডএম-পাংশা)

মোঃ শফিকুল আজম
আইন উপদেষ্টা

ডাঃ কমল কুমার দাস
মেডিকেল রিটেইনার

পবিস কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র

বিষয়	পবিসের জন্মলগ্ন (১৯৯৯) হতে ২০০৮ পর্যন্ত অর্জন	২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০২২পর্যন্ত (বর্তমান সরকারের মেয়াদে) অর্জন	অর্জনের হার
গ্রাহক সংযোগ	৪০,৯৪৬ জন	১৭৮২১০জন	৪৩৫%
লাইন নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৯৮২	২১৮৫	১১০%
উপকেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা)	০৩ টি	৬ টি	২০০%
উপকেন্দ্র ক্ষমতা (এমভিএ)	১৫	৮০	৫৩৩%
বিদ্যুৎ ব্যবহার (মেগাওয়াট)	৯.৫	৪৮	৫০৫%
বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনগণ	১৩%	১০০%	৮৭%
সিস্টেম লস	৩১.৬৫%	৭.৩৫%	(-) ২৪.৩০%

গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা

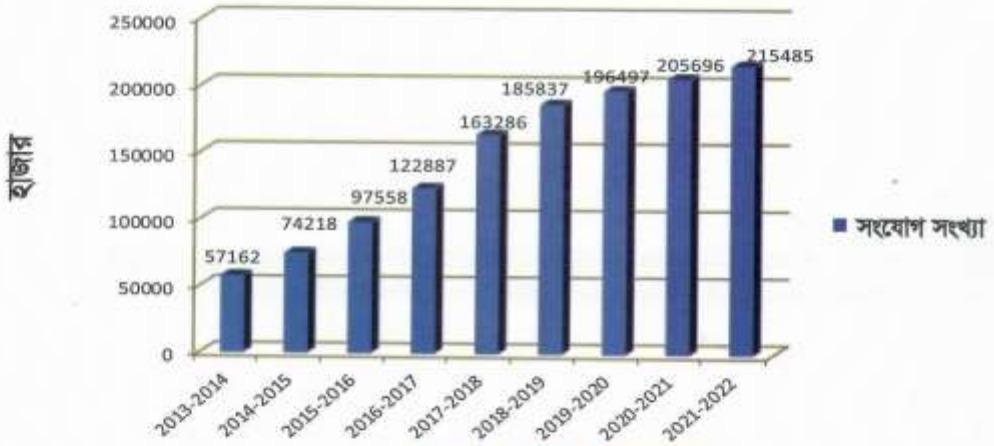

বিদ্যুৎ বিল ও আদায়

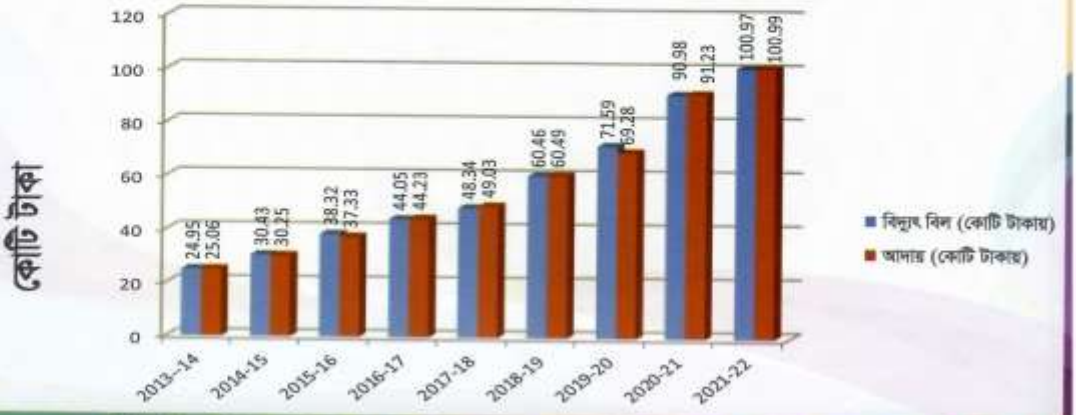

নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতিকে স্বাবলম্বী করে তুলুন

পবিস কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র

শ্রেণি ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার (কিঃওঃঘঃ) অর্থ বছর (২০২১ ২০২২)

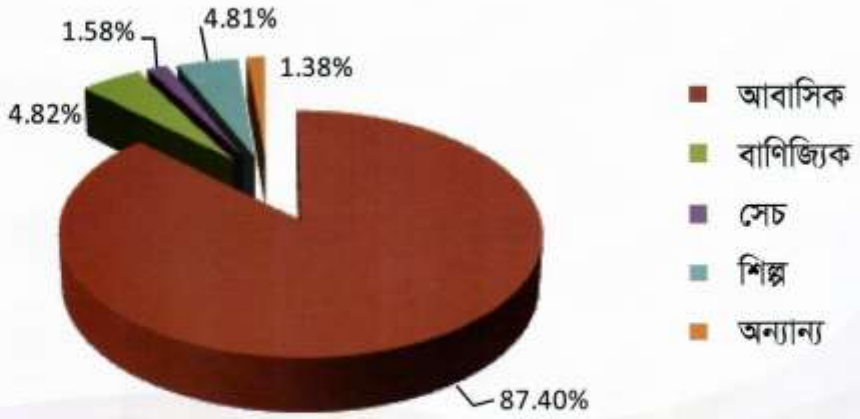

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচিতে বর্তমান সরকারের অসাধারণ অর্জন
(২০০৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত)

উপজেলা ভিত্তিক সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা / নির্মিত লাইন সংক্রান্ত তথ্য ঃ-

উপজেলা ও সংসদীয় এলাকা	শুরু হতে ২০০৮ পর্যন্ত		২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত		২০১৪ হতে ২০২২ পর্যন্ত		মোট	
	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	নির্মিত লাইন (কিঃ মিঃ)	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	নির্মিত লাইন (কিঃ মিঃ)	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	নির্মিত লাইন (কিঃ মিঃ)	সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা	নির্মিত লাইন (কিঃ মিঃ)
রাজবাড়ী সদর	১০৪২৭	৪৪৩.৪৮	২৮০১	৬৮.৪৫০	২২৪৫৯	৩২৮.০৭	৩৫৬৮৭	৮৪০
গোয়ালন্দ	৪১৩৪	১৬৫.০৫	৯৯৬	১৪.৬৯৬	৩০৯৮৩	৪৪৯.২৫৪	৩৬১১৩	৬২৯
সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা রাজবাড়ী-০১	১৪৫৬১	৬০৮.৫	৩৭৯৭	৮৩.১৪৬	৫৩৪৪২	৭৭৭.৩২৪	৭১৮০০	১৪৬৯
পাংশা	১০১৩৬	৩৯৮.৭	২৭৬০	৬৩.১২৯	৪৬৯৫৮	৬০৯.১৭১	৫৯৮৫৪	১০৭১
কালুখালী	৬৩৭৫	২৬৫.৮	১৯২৮	৫২.৭২৩	২৭৭৪৯	৩৩৩.৪৭৭	৩৬০৫২	৬৫২
বালিয়াকান্দি	১১৭০৭	৪০৮.৬৬	১৬০৫	২৫.৯৫০	৩৮১৩৮	৫৪০.৩৯	৫১৪৫০	৯৭৫
সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা রাজবাড়ী-০২	২৮২১৮	১০৭৩	৬২৯৩	১৪১.৮০২	১১২৮৪৫	১৪৮৩.০৩৮	১৪৭৩৫৬	২৬৯৮
রাজবাড়ী জেলা সর্বমোট	৪২৭৭৯	১৬৮২	১০০৯০	২২৪.৯৪৮	১৬৬২৮৭	২২৬০.৩৬২	২১৯১৫৬	৪১৬৭

জরুরী যোগাযোগ

বিদ্যুৎ লাইন ও সংযোগ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে জানাতে পারেন।

ডিজিএম (কারিগরি) সদর	ঃ ০১৭৬৯-৪০২১১২	সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭৬০
ডিজিএম, পাংশা	ঃ ০১৭৬৯-৪০৩১৩৯	পাংশা অভোযোগ কেন্দ্র -	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭৬৩
এজিএম (ওএন্ডএম) পাংশা	ঃ ০১৭৩০-৭৮৩৩০৯	বালিয়াকান্দি সাব জোনাল অফিস-	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭৬১
এজিএম (অর্থ)	ঃ ০১৭৬৯-৪০০৭৩৮	গোয়ালন্দ অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০২১৮৬
এজিএম (ওএন্ডএম) সদর	ঃ ০১৭৬৯-৪০০৭৩৭	মুন্সী অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭৬২
এজিএম (প্রশাসন)	ঃ ০১৭৬৯-৪০২০৫২	নিমতলা অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭৫৯
এজিএম (সদস্য সেবা)	ঃ ০১৭০৪-১০৩৪৯৫	কালুখালী অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০২১৮৭
		হাবাসপুর অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০২১১৩
		জামালপুর অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০৩০৮০
		ভান্ডারিয়া অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০৩০৭৯
		বহরপুর অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০৭৪০৪
		কসবামাজাইল অভিযোগ কেন্দ্র-	ঃ ০১৭৬৯-৪০৭৯০৪

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কতিপয় সতর্কবাণী

বিদ্যুৎ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু অসতর্কতা বা সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় বিদ্যুৎ মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। তাই বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীর সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। নিম্নে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু সতর্কবাণী উদ্ধৃত হলঃ

০১। ভিজা হাতে বা খালি পায়ে কখনই সুইচে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
০২। ছোট ছেলে-মেয়েদের কখনই সুইচ, সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত লাগাতে দিবেন না।
০৩। সুইচ অন অবস্থায় কখনও হোল্ডারে বাল্ব লাগানো বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
০৪। মেইন সুইচের ফিউজ পুড়ে গেলে প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে ফিউজ বদলিয়ে নিবেন। এতে লাইন ত্রুটিমুক্ত না হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ানের সাহায্য নিবেন।
০৫। সুইচ এ কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা ফিউজ তার ব্যবহার করবেন না। বার বার ফিউজ কেটে গেলে একজন ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা ওয়্যারিং পরীক্ষা করাবেন।
০৬। সকেট থেকে প্লাগ বের করার সময় প্রথমে সুইচ অফ করুন। তারপর প্লাগের দুইপার্শ্বে জোরে টেনে ধরে বের করুন। কখনো প্লাগের কর্ড ধরে টানবেন না।
০৭। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।
০৮। কৌতুহলবশতঃ লাইনের তারের উপরে রশি, আগাছা, সাপ ইত্যাদি ছুঁড়ে মারবেন না। ছোট ছেলে-মেয়েদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করুন, কারন এতে জীবনহানীর সম্ভাবনা থাকে এবং লাইনের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।
০৯। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখলে কখনোই স্পর্শ করবেন না। এ অবস্থায় থাকলে সাথে সাথে সমিতিতে অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে সংবাদ দিন এবং সমিতির লোক না পৌছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন।
১০। বিদ্যুৎ লাইনের উপর বাঁশ, গাছ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখলে বা স্পর্শ হয়ে আগুন জ্বলতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সমিতির সদর দপ্তর অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে খবর দিন।
১১। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা জনিত অগ্নিকান্ডে কখনও পানি দেবেন না। প্রথমে সুইচ বন্ধের ব্যবস্থা নিবেন এবং তারপর বালি বা মাটি দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন।
১২। বৈদ্যুতিক লাইনের নীচে কখনো গাছ লাগাবেন না এবং লাইনের পাশে কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না। এতে জীবনহানি ও আপনার সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।
১৩। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তারে গরু, ছাগল ইত্যাদি বাঁধবেন না এবং খুঁটি ও টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনও কেউ সরাবেন না।
১৪। সমিতির সাথে পরামর্শ ব্যতীত আপনার সংযোগের লোড (বাতি, মটর, ফ্যান ইত্যাদি) বৃদ্ধি করবেন না।
১৫। কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত-প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।

সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের প্রয়োজনীতা

এসি বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রকৃত ক্ষমতা ও আপাতঃ ক্ষমতার অনুপাতকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইনডাকটিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমান বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি অপচয় বেশি হয়। সমিতি কর্তৃক সংযোগকৃত সকল প্রকার সেচ ও শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর মান ০.৯৫ (শতভাগ ৯৫ ভাগ) বা তার উপরে রাখা বাঞ্চনীয়। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর /অটো পি.এফ.আই ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায় ।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অসুবিধা সমূহ ঃ

১. নির্দিষ্ট পরিমান বৈদ্যুতিক ক্ষমতা সরবরাহ করতে কারেন্ট বেড়ে যায় ।
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায় ফলে ভোল্টেজ কম পাওয়া যায়।
৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য তারের সাইজ বাড়াতে হয় নতুবা তার পুড়ে যায়।
৪. বিদ্যুতের অপচয় বৃদ্ধি পায়, ফলে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে হয় ।
৫. সার্কিটের তার, ট্রান্সফরমার, মটর প্রভৃতিতে উত্তাপ জনিত বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় বৃদ্ধি পায়।
৬. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির কর্মদক্ষতা ও আয়ু কমে যায় ।
৭. কম পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য বিদ্যুৎ বিলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির সুবিধা ঃ

১. মটরের তারের পাওয়ার লস এবং ভোল্টেজ ড্রপ কমবে।
২. ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে মটর বিরতিহীন ভাবে কাজ করবে, মটর গরম হবে না ফলে মটরের আয়ুষ্কাল বেশি হবে।
৩. ভোল্টেজ ড্রপ কম হলে সিস্টেম লস কম হবে।
৪. ফিডারের ক্যাপাসিটি সহ সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৫. বিদ্যুৎ বিল কম হবে।

বর্তমান বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার

নিম্নচাপ (এলটি) : ২৩০/৪০০ ভোল্ট

গ্রাহক শ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/ কি.ও.^{২}/মাস]
(১)		(২)	(৩)
১.	**এলটি-এ: আবাসিক**		৩৫.০০
	লাইফ লাইন : ০-৫০ ইউনিট	৩.৯৪[৩]	
	প্রথম ধাপ : ০-৭৫ ইউনিট	৪.৪০	
	দ্বিতীয় ধাপ : ৭৬-২০০ ইউনিট	৬.০১	
	তৃতীয় ধাপ : ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.৩০	
	চতুর্থ ধাপ : ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৬৬	
	পঞ্চম ধাপ : ৪০১-৬০০ ইউনিট	১০.৪৪	
	ষষ্ঠ ধাপ : ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১২.০৩	
২.	**এলটি-বি: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প**	৪.৩৭	৩৫.০০
৩.	**এলটি-সি ১: ক্ষুদ্র শিল্প**		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৯৬	
	অফ-পীক	৮.০৬	
	পীক	১০.৭৫	
৪.	**এলটি-সি ২: নির্মাণ**	১২.৬০	১০০.০০
৫.	**এলটি-ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল**	৬.৩২	৫০.০০
৬.	**এলটি-ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প**	৮.০৯	৭৫.০০
৭.	**এলটি-ডি ৩: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন**		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৮.০২	
	অফ-পীক[৪]	৭.২২	
	সুপার অফ-পীক[৫]	৬.৪২	
	পীক[৬]	১০.০৩	
৮.	**এলটি-ই: বাণিজ্যিক ও অফিস**		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৮২	
	অফ-পীক	৯.৭৩	
	পীক	১২.৯৮	
৯.	**এলটি-টি: অস্থায়ী**	১৬.৮০	১০০.০০

আলোকচিত্রে রাজবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কার্যক্রম

রাজবাড়ী পবিসের ২২ তম বার্ষিক সদস্য সভার একাংশ

গোয়ালন্দ উপজেলায় উজানচর ইউনিয়ন পরিষদে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ সভায় সমিতি বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি বক্তব্য প্রদান করছেন।

গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুৎ এর উঠান বৈঠকে পাংশা জোনাল অফিসের ডিজিএম জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভার একাংশ

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংযোগকৃত সেচ পাম্পের ছবি

সমিতির সংযোগকৃত মুলঘর ইউনিয়নে কুটির শিল্প কাজে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের একাংশ

আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম

বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন রাজবাড়ী পবিসের পাংশা জোনাল অফিসের ডিজিএম, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব।

বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় যুগ্ম সচিব **জনাব মাহমুদুল কবীর মুরাদ,** সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দিচ্ছেন।

বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন সাথে রাজবাড়ী পবিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

পাঁচুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধ করণ সভায় জনৈক মহিলা গ্রাহক সদস্য বক্তব্য প্রদান করছেন।

রাজবাড়ী পবিসের আওতায় সংযোগকৃত গোয়ালন্দ হ্যাচারির একাংশ

বিদ্যুৎ আইন

আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংসে এবং ক্ষতিসাধনের কারণে অত্র সমিতিকে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ ঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	দন্ড
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩২	বিদ্যুৎ চুরির দন্ড : ১। বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারে উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
	২। শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারে উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে	অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৩	কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড ঃ কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে	অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৪	বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড : কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে	অনূন্য ১ বৎসর এবং অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড	অনূন্য ২ বৎসর এবং অনধিক ৫ বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৬	চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড	অনূন্য ২ বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৭	অবৈধ, ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার দন্ড	অনধিক ১ বৎসর কারাদন্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৮	মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	অনধিক ৩ বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৯	বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড : ১। কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোনবস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য	অনূন্য ৭ (সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
	২। কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

বিঃ দ্রঃ বর্ণিত আইনটি ২০১৮ সনের ৩০শে মাঘ, ১৪২৪/১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে **Electricity Act** (বিদ্যুৎ আইন) ১৯১০ রহিত পূর্বক সংশোধন করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা হয়।

বিদ্যুৎ চুরি করে যারা, আপনার আমার শত্রু তারা